ইউনিভার্সাল
ফিল্ম
কর্পোরেশনের

প্রথম অবদান

ভারতী চিত্রণের নিবেদন

ইউনিভার্সাল ফিল্ম কর্পোরেশন (ইণ্ডিয়া) লিমিটেডের

বর্মার পথে

অভিনয়ে—

অহীন্দ্র চৌধুরী, ছায়া দেবী, শৈলেন পাল, পূর্ণ চৌধুরী, সমর রায়, প্রদীপ বসু, গীতা ব্যানার্জ্জি, আশু বোস, প্রফুল্ল চক্রবর্ত্তী, সরদেব রায় (পাঁচু), তেওয়ারী, ধীরেশ মজুমদার, জ্যোৎস্না গুপ্তা, গোরা গাঙ্গুলী, কালীপ্রসাদ ব্যানার্জ্জি, কুঞ্জ রায়, রেবা দেবী, পারুল কর, খগেন্দ্র বিশ্বাস, ভূপতি পাল, হরিমোহন ইত্যাদি।

পর্দ্দার অন্তরালে—

রচনা ও পরিচালনায়—হিরণ্ময় সেন, সহকারী—নারায়ণ ঘোষাল, অর্দ্ধেন্দু সেন।

চিত্র শিল্পে—জি, কে, মেহতা, সহকারী—সত্যেন চন্দ, শ্যাম মুখার্জ্জি, সাধন রায়।

সঙ্গীতে—প্রফুল্ল চক্রবর্ত্তী, সহকারী—কুমার প্রদ্যোৎনারায়ণ।

গানে—নীতা বর্দ্ধন, ইন্দ্রাণী রায়, কুমার প্রদ্যোৎনারায়ণ, প্রফুল্ল চক্রবর্ত্তী। শব্দ যন্ত্রে—সমর বোস, সহকারী—সত্য ব্যানার্জ্জি। সম্পাদনায়—রমেশ যোশী, সহকারী—দুলাল দত্ত। ব্যবস্থাপনায়—অশোক দাশগুপ্ত, দেবেন বসু, সহকারী—ভূপতি পাল, খগেন্দ্র বিশ্বাস। আলোক নিয়ন্ত্রণে—হেমন্ত বোস, সহকারী—সমীর ভট্টাচার্য্য, নৃপেন ঘোষাল, বিমল দাস। রূপ সজ্জায়—অভয় পদ দে। শিল্প নির্দ্দেশে—গোপী সেন। রসায়ণে—বেঙ্গল ফিল্মস্ লেবরেটরী লিঃ। আবহ যন্ত্র সঙ্গীত—ক্যালকাটা অর্কেষ্ট্রা। কালী ফিল্মস্ ষ্টুডিওতে গৃহীত।

ক্যালকাটা ট্রামওয়েজ লিমিটেড, ক্যালকাটা ক্লিনিক্যাল এণ্ড রিসার্চ্চ লেবরেটরী লিমিটেড, ক্যালকাটা কেমিক্যাল লিমিটেড ইত্যাদি কোম্পানীর সহানুভূতির জন্য আমরা কৃতজ্ঞ।

পরিবেশক ঃ—সেণ্ট্রাল ফিল্ম ডিষ্ট্রিবিউটরস, ৭, ঈশ্বর চক্রবর্ত্তী লেন, কলিকাতা।

ভারতের মহামানব নেতাজীর জীবনের বিশেষ আদর্শ—জনসমুদ্রকে ঐক্য সাধনার মহামন্ত্রে মন্ত্রপূত করা। সেই আদর্শকে অনুপ্রাণিত করিবার প্রচেষ্টায় "বর্মার পথে" একটী নিছক গল্পে রচিত হইয়াছে। নেতাজীর আদর্শকে অনুপ্রাণিত করিতে পারিলে, তিনি সর্ব্বকালে সবার মাঝেই জীবিত থাকিবেন। "বর্মার পথে" সেই মহামানবের নামে উৎসর্গ করা হইল।

আসামের গভীর জনমানবহীন ভীষণ বন। ক্ষুৎপিপাসায় কাতর প্রায়, চলৎশক্তি রহিত কজন যাত্রী পথ পেরিয়ে যাবার আশায় নিজেদের টেনে নিয়ে চলে। বর্মাদেশে জাপানী বিমানের আক্রমণের ফলে, লক্ষপতি বিধান বাবু আজ নিস্ব হয়ে দেশের উদ্দেশ্যে এই ভীষণ বনে এসে পৌছেচে। সঙ্গে স্ত্রী ভারতী, বন্ধু পরেশনাথ ও ২টী শিশুপুত্র ও কন্যা। সকলেই চলৎশক্তি রহিত হয়ে। ৬ বছরের পুত্র রূপক কুমারকে পরেশনাথ টেনে নিয়ে চলে। পরেশনাথ রূপক কুমারকে এভাবে আর টেনে নিতে পারে না, অথচ পাথেয় যা আছে অতি তুচ্ছ। সম্মুখে

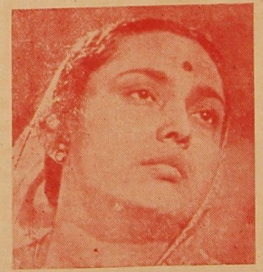

দুটী পথ—সবশুদ্ধ এই গহনবনে মৃত্যু বরণ করা অথবা রূপক কুমারকে বিসর্জ্জন দিয়ে সবাইকে রক্ষা করার চেষ্টা করা, এই দোটানা সমস্যার সমাধান হয় না। সকলেই ক্ষিপ্তপ্রায় হয়ে উঠে। তখন পরেশনাথের প্ররোচনায় নিরপরাধ দেব শিশু সেই বিজন অরণ্যে বিসর্জিত হয়। পিতা, মাতা, পুত্রের করুণ আর্ত্তনাদের বিনিময়ে নিষ্ঠুর অরণ্য শুধু তার প্রতিধ্বনি দিয়ে প্রচণ্ড উল্লাসে অট্টহাসি হাসে।

বিশ বছর পর, রূপক কেমিক্যাল ওয়ার্কস্ প্রতিষ্ঠা করে বিধানবাবু এখন ধনে, জনে, মানে, সম্ভ্রমে কলিকাতার বিশিষ্ট ব্যক্তিদের অন্যতম। সংসারে ভারতী, জ্যেষ্ঠ পুত্র অজিৎ কুমার, কন্যা রেখা। পরেশ নাথ বিধানের সুখ দুঃখের দিনের সঙ্গী হয়ে আছে।

আসামের বনে এক প্রান্তে এক পাহাড়ী বেদে সম্প্রদায়ের বাস। বেদে সর্দ্দার একদিন গভীর বনে সাপ ধরতে গিয়ে রূপক কুমারকে উদ্ধার কোরে আনে। নিঃসন্তান কমলী, বেদে সর্দ্দারের স্ত্রী, রূপককুমার

নামান্তরে ঝুমরুকে লেখাপড়া শিখায়। কিন্তু ঝুমরু Msc ভালভাবে পাশ করেও তদ্বিরের অভাবে চাকুরী পায় না। সবাই তাকে পাহাড়ী যুবক বলে জানে। গ্রামে থাকা কালিন ঝুমরুর সঙ্গে সর্দ্দারের পালিত কন্যা দুঃখিয়ার বেশ ভাব হয়, ঝুমরুর প্রতি কাজে দুঃখিয়া ছিল তার নিত্য সহচরী। একদিন হঠাৎ সাপের মুখে সর্দ্দারের মৃত্যু হয়। জ্ঞান থাকতে সর্দ্দার ঝুমরুকে বুকে টেনে নিয়ে বলে—শেষ অনুরোধ, লেখা পড়া শিখেছ, সাপের বিষের ওষুধের আরক একটা তৈরি করে মানুষকে দিও।

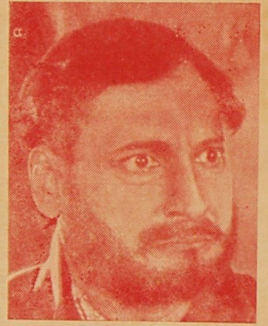

স্নেহময় পিতার আদেশ রক্ষার জন্য ঝুমরু আবার সহরে বেরিয়ে এল, কিন্তু এত বড় কোলকাতা সহরে তার কথা শোনবার মত একটা লোকও পাওয়া গেল না বরং সবাই তাকে ঠাট্টা করে আর বলে পাহাড়ীর ঘরে কি করে এমন বাঙ্গালীর চেহারা হয়? অপমানে, লজ্জায় ঝুমরু ছুটে চলে যায় তার মায়ের কাছে, কিন্তু খুলে তাকে সব কথা জানায় না। দুঃখিয়া সব কথা জানতে পারে, ঝুমরুকে উত্তেজিত করে তোলে, নতুন ভাবে প্রেরণা দেয়, মনে করিয়ে দেয় তার স্নেহময় পিতার শেষ অনুরোধের কথা, জগতের মহাশুভ কাজের কথা, আর মনে করিয়ে দেয় সেই মহাশুভ কাজের পথে বিঘ্ন বিপদকে তৃণ-জ্ঞানের কথা।

ঝুমরু এবার মাকে সঙ্গে নিয়ে পাকা ভাবে কোলকাতায় চলে আসে, দুঃখিয়াও সঙ্গ ছাড়ে না। সহরের এক কোণে তারা তেমনি বনের বেদের মতই পড়ে থাকে। অনেক চেষ্টা করেও কোথাও কোন সুযোগসুবিধা মেলেনা, হাতের পয়সা শেষ হয়, বাধ্য হয়ে তাকে পুরান সাপ দেখান ও সাপ নাচাবার ব্যবসা ধরতে হয়।

ঝুমরুর প্রাণে বড় ব্যথা, লেখা পড়া শিখে সে রিসার্চ্চ করবে, কিন্তু তাকে সাপ নাচিয়ে বেড়াতে হয়। হঠাৎ একদিন তার সুদিন আসে। সহরের আতি পুরান কিন্তু ছোট অলকা কেমিক্যাল ওয়ার্কসের মালিকের সুনজরে পড়ে যায়। রূপক কেমিক্যাল ওয়ার্কস্ ও অলকা কেমিক্যাল ওয়ার্কস্ উভয়ে উভয়ের চির প্রতিদ্বন্দ্বী কোনই সৌহার্দ্দ ছিল

না বরং ঈর্ষা, দ্বন্দ, প্রতিহিংসার আগুন জ্বলে উঠেছিল। যেভাবেই হোক্ ঝুমরু তার কাজে মেতে উঠে। দিনের পর দিন রাতের পর রাত ঝুমরু চেষ্টা করে যায়, কিভাবে সেই গাছের শিকড়ের শক্তিকে খুব উগ্র করে রাসায়নিক উপায়ে সজাগ করে রাখা যায়।

হরিশঙ্করবাবুর একমাত্র কন্যা চিত্রা এই পাহাড়ীযুবকের অপরিসীম ধৈর্য্য ও বিদ্যা বুদ্ধি দেখে ক্রমেই মুগ্ধ হয়ে পড়ে এবং ঝুমরুর পাশে ছায়ার মত তন্ময় হয়ে পড়ে থাকে। ক্রমে চিত্রার মনের ভেতর ঝুমরুর জন্য মায়া মমতা জেগে ওঠে কিন্তু দুঃখিয়া যখন মাঝে মাঝে ঝুমরুর দেরী হলে খোজখবর নিতে আসে চিত্রার বুক অকারণ ঈর্ষায় জ্বলে ওঠে। হঠাৎ একদিন চিত্রা আবেগবশে বলে বসে "সত্যি আপনাকে কে বলবে, আপনি বাঙ্গালী নন্"। ঝুমরুর বুকে সবাকার সেই বিদ্রুপ বাণ বেজে ওঠে।

চিত্রার মুখপানে স্তম্ভিত ভাবে চেয়ে থাকে, চিত্রাও তাকে বিদ্রুপ করে। ঝড়ের বেগে ঝুমরু ঘরের বা'র হয়ে যায়, তার এতদিনকার অর্দ্ধ সমাপ্ত সাধনা পদদলিত হয়ে পড়ে থাকে, চিত্রা বিমূঢ়া হয়ে দাড়িয়ে থাকে। কমলী তার সত্যিকারের পরিচয় জানিয়ে দেয় সে বাঙ্গালীর ঘরেরই ছেলে, শুধু তাকে হারাবার ভয়ে এতদিন জানায় নাই। ঝুমরুর চোখে আলোর রং চমকে ওঠে। চিত্রা ঝুমরুর সব পরিচয় জানতে পারে। ঝুমরুর নিখোঁজ বাপ মায়ের জন্য তার মন কেঁদে ওঠে। এদিকে ঝুমরু তার সাধনার সিদ্ধির পথে প্রায় পৌছে গেছে। কাগজে কাগজে এই নিয়ে দেশ বিদেশে খুব সোর গোল পড়ে যায়, সেই সঙ্গে সবার বিস্ময়ের মাঝে এই উদীয়মান পাহাড়ী যুবক বৈজ্ঞানিকের

রহস্যময় পরিচয় সংবাদও প্রকাশ হয়। বিধানবাবু ও ভারতী এই অদ্ভুত পরিচয় সংবাদ পাঠ করে।

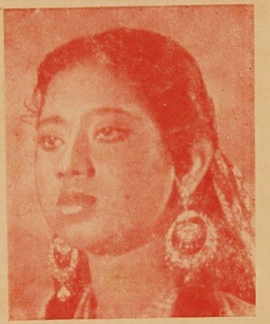

বুকভরা সন্দেহ ব্যথা, বেদনা নিয়ে পিতা মাতা দুজনায় ছুটে চলে যায় 'অলকার' দোর গোড়ায় হরিশঙ্করবাবুর অনুমতি ভিক্ষায়। ব্যবসার ঈর্ষা দ্বেষ নিয়ে যে অলকার মুখ দর্শন করেনি, আজ তাদের বিশ বছরের বেদনা উন্মাদ করে টেনে নিয়ে এসেছে। প্রশ্নের পর প্রশ্ন সন্দেহ, উত্তেজনা ও অবসাদের পর উভয়ে চরম সিদ্ধান্তে পৌছায়। কিন্তু ঝুমরু ঘরে ফিরে যেতে চায় না। সে বলে—"যে বিষে মানুষের নৈতিক ও সামাজিক জীবনকে বিষাক্ত করে তুলেছে, সেই বিষের গবেষনায় জয়ী হবার আগে ঘরে ফিরে গেলে সে যে ভারতীর সন্তান তার সে পরিচয় মিথ্যা হবে।" রূপকের সাধনার পূর্ণ সময় উপস্থিত। তার এক হাতে বিষধর সাপ, অন্য হাতে আবিষ্কৃত ওষুধ, প্রত্যেকে নিষেধ করে কিন্তু সে সবার অনুরোধ উপেক্ষা করে। রসায়নাগারে এখন কেউ নেই, এই সুবর্ণ সুযোগ, চিত্রার কানে হয়তো এখনও এই খবর পৌছায়নি। দুঃখিয়া জানে কিন্তু সে নিশ্চিন্ত যে তার ঝুম্‌রুর সাধনা বিফলে যেতে পারে না। কিন্তু অলক্ষ্যে দাঁড়িয়ে দুর্ভাগা ভারতের নিষ্ঠুর বিধাতা ক্রুরহাসি হেসে ভারতের স্বাধীনতার ইতিহাসের যথা নিয়ম রক্ষা করে। দলাদলীর অগ্রদূত, তুলসীবাবু, অলকার পুরাণ রাসায়নিক, বিপক্ষে যোগ দিয়ে রূপকের আসল ওষুধটি সরিয়ে নকল একটি ওষুধ রেখে দিয়েছিল।

দেশ ও দশের কাজে এত বড় বিঘ্নের সন্দেহ রূপকের কল্পনায় ছিলনা, মূহূর্ত্তের জন্য সে তাঁর স্বর্গীয় পাহাড়ী পিতার আশীষ চায়, ভারতীর কথা মনে হয়, হঠাৎ কি এক অজানা আশঙ্কায় তার হাত কেঁপে ওঠে, কিন্তু মূহুর্ত্তের জন্য, পরক্ষণে সে নিজেকে সংযত করে নেয়, রূপকের রক্তে বিষ ঢেলে দেবার জন্য তীব্রবিষধর সাপ তার ফনা বিস্তার করে ওঠে।

বাইরে তখন ঝড়ের ঘূর্ণি হাওয়া, আকাশের পাতায় তোলপাড় করে ছুটে আসে, মুহুর্মূহু বজ্রের গুরু গম্ভীর নাদে রূপকের চোখের সম্মুখে তুলে ধরে দেয় নিগ্রহ ভারতের পুরান বিভিষিকার কাহিনী।

(১)

মরণ শিয়রে দলাদলি ক'রে
কেমনে বাঁচিবি বল্,
সোনার ভারত হোলো শ্মশান।
গাঁয়ের চাষী পাঁচু রহমান,
শুয়ে ঐখানে, কাটেনা তো ধান,
জেলেরা ঐ বায়না উজান্
কোথায় গেল সব বল,
সোণার ভারত হোলো শ্মশান ॥
মরণ বাছে না হিন্দু মুসলমান
গ্রামগুলি সব হোল গোরস্থান
কোথা হিন্দুস্থান কোথা পাকিস্থান
কে সেথা রহিবে বল্।
সোনার ভারত হোলো শ্মশান্ ॥
সময় থাকিতে হও সাবধান
দুর্ভিক্ষ ঐ আসিছে ভীষণ
দুয়ারে কান্না মা একটু ফেন
কেমনে সহিবি বল।
সোনার ভারত হোলো শ্মশান্,
এক সাথে সব চল।

(২)

ঐ গারো পাহাড়, ঐ গারো পাহাড়;
ঢেউ খেলান ওই নীলের বাহার।
আর সবুজে বাহার ॥
তাহারি আবডালে বেদিয়ার ঘর
সাপের সনে বসত করে বুকে নাই ডর!
কুনো নয় বুনো তারা
তারা বনের বাহার ॥
সাপের বিষ নেই বেদের মনে
বিউ পূজারীর হুঁস নেই পর স্বজনে!
পাহাড়ে সেদিন চাঁদের তিথি,
পাহাড়ী যেদিন পায় অতিথি,
সেদিনে দেখ তার খুশীর বাহার
তার প্রাণের বাহার ॥

(৩)

সে নহে আমার প্রেম
সে নহে আমার কামনা
দুজনের লাগি' বিজনে
দুহুঁজনে নীড় রচনা ॥
মোর প্রেম কুহেলি বিহীন্
প্রাণরসে রাঙা নবীন্
নূতনের অভিযানে সে
সবুজের আয়ু সাধনা ॥
মোর প্রেম আঁধারে
শ্রান্ত পান্থ লাগি'
পথপ্রান্তে প্রদীপ হাতে রহে জাগি'!
বিশ্বের কল্যাণ বোধনে
ধ্যানী সে মর্ম্মের গহনে,
পূজার প্রসাদ বিলাতে
অলখে বিলায় আপনা ॥

(৪)

তুমি এসো, জয় করে জয়ের মালায়
ফিরে এসো,—
বিদায় বলিতে নাই বিদায় বেলায় ॥
পাথুরে মোর পাহাড়ে যে ঘর
মোদের নাই মিছে ভয় ডর
কোন্ সে সকাল হতে মেলেছি খেল
সাপ লয়ে অবহেলায় ॥
কতটুকু আয়ু বল মানবের
কেন তায় বাঁধি বাধা বাঁধনের
সবার আশীষ হবে বর্ম তোমার
বিষের বনে শিকার খেলায় ॥

ইউনিভার্সাল ফিল্ম কর্পোরেশন (ইণ্ডিয়া) লিঃ।

৩১ ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট

ফোন—ক্যাল ৫৫১৬

অনুমোদিত মূলধন—১০ লক্ষ টাকা।

দিপালী ডিষ্ট্রিবিউটার্স (পরিবেশক শাখা)

১৫৭বি, ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

পথভুলে :: রাজনটী :: ওয়াতন — বুকিংএর জন্য অনুসন্ধান করুন।

ভারতী চিত্রম (প্রযোজনা শাখা)

৪৮।৮ মনোহরপুকুর রোড, ফোন—পি, কে, ১০৯৩

"বর্ম্মার পথে"র পরবর্ত্তী আকর্ষণ শীঘ্রই প্রচার হইবে।

বাঙ্গলার বিশিষ্ট রাজাবাহাদুর, ডিষ্ট্রিক্ট জজ ও সুপরিচিত ব্যবসায়ীগণ দ্বারা পরিচালিত।

শ্রীঅনিল দত্ত কর্ত্তৃক ৪৮।৮ মনোহরপুকুর রোড হইতে সম্পাদিত ও প্রকাশিত এবং
৪২ ইণ্ডিয়ান মিরর ষ্ট্রীট শৈল আর্ট প্রেস হইতে শ্রীউমাপতি গাঙ্গুলি কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

মূল্য দুই আনা।